

বেদনার পদাবলি

প্রগতি খীসা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখে মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

সংজ্ঞা :

০১. কবি সংসদ-বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১২

০২. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, সম্মাননা-২০১২

০৩. হেডম্যান কল্যাণ সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিধা
সমদ-২০১২

০৪. এশিয়া এডিটরস কাউন্সিল- এশিয়ান শাইনিং

পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ডস-২০১৩

০৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম গুণীজন

সম্মাননা-২০১৩

০৬. সাউথ এশিয়ান লিটারেচার এন্ড কালচারাল

ফোরাম সম্মাননা-২০১৩

০৭. পাতুলিপি পদক, ঢাকা-২০১৪

০৮. গাজল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ-রাজশাহী কর্তৃক

কবি আব্দুস সাত্তার মন্ডল স্মৃতি পুরস্কার

বেদনার পদাবলি

প্রগতি খীসা

বেদনার পদাবলি

ঐগতি খীসা

প্রকাশক

দ্যানিস চাকমা

গ্রন্থ স্বত্ব

লেখক

প্রকাশ

আগষ্ট' ২০১৫খিঃ

অঙ্কর বিন্যাস

এসআর চাকমা, রাঙামাটি

প্রচ্ছদ

মৃন্তিকা চাকমা'র আলোক চিত্র

মূল্য

২০০.০০(দুই শত)টাকা

প্রকাশনায়

ছড়াথুম পাবলিশার্স, রাঙামাটি

ফোন : ৬-৩৫২৩

Bedanar Padabali-Pragati Khisha, First Edition August'2015, published by Charathum Publishers, Rangamati. price : 200.00, US\$: 20.00 Only

উৎসর্গ

শৈশবকালে যার স্নেহ ও
মায়া মমতায় বেড়ে উঠেছি
সেই বড় বোন মিস সুমিত্রা
খীসা ও আমার সহধর্মিণীর
বড় ভাই ভুবনজিৎ চাকমা
ভুবন'কে যারা চলে গেছে
না ফেরার দেশে।

আমার দু'টি কথা

সমৃদ্ধ মননের শিল্পসম্মত রূপই হলো কবিতা। অথবা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের নিগূঢ় অভিব্যক্তিকে কবিতা বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৈসর্গিক ঝিরি, ঝরনা, পাহাড় অরণ্যের সাথে লুকোচুরি করে কেটেছে আমার শৈশব ও কৈশোরের সোনাঝরা দিনগুলো। বাবামায়ের জুমচাষ নির্ভর আরণ্যচারিক বেদনা বিধুর জীবনের রেখাচিত্র কবিতার পথ ধরে চলতে শিখিয়েছে আমাকে। যদিও আমার বেড়ে ওঠা, ছাত্র জীবন ছন্দোবদ্ধ ছিলো না কখনো। মূলত শৈশবেই আমার ধমনীতে প্রবেশ করেছিল জুমচাষনির্ভর পাহাড়ি মানুষের সঙ্কল্প বেদনার আত্ননাদ। মা বলতো আরণ্যচারিক জীবন ছেড়ে যেতে হবে আলোর জগতে। ফিরে যেতে হবে বিদ্যামন্দিরে। গ্রাম থেকে শহরে। দাঁড়াতে হবে সবুজ ঘাস মোড়ানো বিশাল মাঠের ওপর। সেখানে দাঁড়িয়ে বুক থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে দীর্ঘ শ্বাস। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে করতে হবে প্রদীপ্ত। আলোকিত মানুষ আর শিক্ষা গ্রহণের মাঝে খুঁজতে হবে সমৃদ্ধ জীবন প্রবাহ। তাতেই গড়ে উঠবে আলোকিত সার্থক জীবন এই ছিল আমার মায়ের সে দিনের শাসানি। তাই আশৈশব লালিত জুমের নান্দনিক সৌন্দর্য, পাহাড়, বন, ঝিরি ঝরনা এবং জাতীয় জীবনের চলমান ঘটনার ক্রমপঞ্জি আমার কবিতার অনুঘটক।

আমার কবিতায় কতোটুকু শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে তা কবিতাপ্রেমিক বোদ্ধা, সুধি পাঠকের জ্ঞানিতে ব্যক্ত হবে হয়তো কোনো একদিন। সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল মানুষ চিরদিনই অভূত। কারণ তারা প্রতিনিয়ত অসীম শিল্পসম্ভার সৃষ্টির পেছনেই তাড়িত হয়ে থাকেন। আমার লেখনিতে যদি পাঠকের হৃদয়ে কবিতার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মহিমা ও সৌন্দর্য সামান্য মাত্রাও আলোড়ন তোলে, তখনই সার্থক হবে আমার কবিতা। কবিতা হয়ে উঠুক শান্তি ও মানবতা সুরক্ষার হাতিয়ার।

প্রগতি খীসার কবিতা বিষয়ে

রাভামাটির সন্তান প্রগতি খীসা আমার দীর্ঘদিনের সুহৃদ। তার জীবনযাপনের প্রতি স্তরে রয়েছে কবিতার চাষাবাদ। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ তার কোমল হৃদয়ে আনন্দ-বেদনার যে দোলাচল তৈরি করে তার রচিত কবিতাগুলো সেসবের আন্তরিক প্রতিফলন। এখানেও, তার ভেতর সতত জেগে থাকা এক সৃজনশীল সন্তার কলরবকে নানা আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদ, প্রাকৃতিক বিন্যাস বিনষ্টির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো শুদ্ধচিন্ত সাধকের প্রতিরোধ। একদা শ্যামল অরণ্য আর পার্বত্য সংহতির আশ্রয়ে সচ্ছল, সদানন্দ জীবন অভিবাহনকারী পূর্বপুরুষের স্মৃতির অনুরণন, তাদের শ্রম-স্বামে গড়ে ওঠা জনপদে সহজ বিচরণের কিংবদন্তি তার চিন্তালোকে দোল দিয়ে যায় বারবার। কবি ফিরে পেতে চান সেই স্বর্ণময় অতীতের আলো। সচল সময়ের অভিঘাতে অথবা মানুষের এগিয়ে চলার দুর্বার এককৈশিক স্রোতে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর জন্যে হাহাকার দরদি মনের অগ্নিদেই কেবল ধ্বনিত হতে দেখা যায়। গড়পড়তা মানুষের কাতারে বসবাসকারী হয়েও কিছুটা অন্যরকম সংবেদের অধিকারী কবির এই বিশাল অবলোকনই জাতিস্মরণতার অনুধাবনা আনে আমাদের মনে। প্রগতি খীসা এই অবলোকনের অংশীদার। তাই তার কবিতার ছন্দে-ছন্দে ক্রন্দন, অবসাদ, বিষাদ, উদ্ভাস, ক্ষোভ, ও প্রগতি মুদ্রিত হয়েছে যথোচিত মাত্রায়। সুন্দরের দূরযাত্রার শকটের আরোহী প্রগতি খীসা কবিতার মুকুট পরে যখন বিপন্ন আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষে লড়েন, তখন তা ওই বিন্দুতেই শুধু পাখা ঝাপটাই না-প্রসারিত, বেগবান হতে থাকে তা একমুখি বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। বেদনার পদাবলিতে কবির এই সচেতন, সজ্জল ও সামগ্রিক আদিবাসী হৃদয়ের অনুবাদ পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। নিশ্চই তার কবিতাস্তের দেউরিতে সহস্র ভোন্টের আলো জ্বলবে একদিন, পাহাড়ের কবিকণ্ঠে নতুন সুরের রঙধনু ছড়িয়ে পড়বে। সেই সম্ভাবনার খুঁটি গাঁড়া হয়েছে এই কবিতার বইতে।

প্রগতি খীসার অভিযাত্রাকে অভিনন্দিত করি সুহৃদয় সম্ভাষণে।

সূচী

আমি ভালবাসি/৯, পাহাড়ের অমিত সৌন্দর্য/১০, কে তুমি?/১১, যদি
কখনো ফিরে আসে/১২, জুমিয়া নারী/১৪, অস্তিত্বের ঠিকানা/১৫,
কোঁদছো কেন মা?/১৭, একুশের প্রথম প্রহরে/১৯, ২০১৫ সালের
একুশে/২০, মুছে যাক দুঃখেরী আঁধার/২১, আমার প্রিয় রাজ্যমাটি/২২,
বেদনার পদাবলি/২৪, বন্দি করেদি/ ২৫, কবি ও কবিতার রাজত্ব/২৬,
পাহাড়ি মানুষের জীবন/২৭, বিখাতার জরগান/২৯, প্রহরী ও
মারশাজ/৩০, প্রশ্ন ডানা বাঁধে মনে/৩১, ভাদ্রের মাসের চাঁদ/৩২, কতদিন
তোমাকে দেখি না গ্রামজননী?/৩৩, তবে কী কখনো ফাঁসি হবে না
?/৩৪, মুক্তিকামী বীরজনতা/৩৫, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭/৩৬, ফিরে আস
রাধামন/৩৭, পাহাড় আর পাহাড় নেই/৩৮, একান্তরের মতো আরেকটি
মুক্তিযুদ্ধ/৪০, আগমনী/৪১, ইচ্ছে/৪২, তবুও এসেছে বসন্ত/৪৩,
অভিবাদন/ ৪৪, রাজনন্দিনী/৪৬, মানব প্রেম/৪৭

আমি ভালবাসি

আমি ভালবাসি আমার জুমিয়া মায়ের
ঘুমপাড়ানি গান
আমি ভালবাসি মায়ের মুক্ত ঝরা হাসি
পাহাড়ি ঝরনার কলতান ।
ভালবাসি প্রিয় বিবুর আগমনী ধ্বনি
বসন্তের কোকিলের সুমধুর গান
উঁচু নিচু পাহাড়ে জুমের সোনারং ধান ।
ভালবাসি গেঙখুলির বেহেলা সুরের টান
চিঙা ধুধুক হেংগরঙের সুরে সুরে
পাহাড় অরণ্য জননীর সুখ দুঃখের গান
কবি সুহৃদ,মৃন্তিকা, শিশির, সুসময়, শ্যামল,
জগৎজ্যোতি, কে,ভি চাকমার কবিতার পঙক্তিমালা
পাহাড়ের জয়গান, সুনীল মেঘমুক্ত আকাশ ।
আমি ভালবাসি আদিবাসী প্রিয় বর্ণমালা
পিনোন-খাদি পরিহিত আদিবাসী রমণী
স্বাভাৱ্যবোধে উদ্ভুদ্ধ মন মাতানো প্রাণ ।

টীকা : জুমিয়া-পাহাড়ে ফসল ফলায় যে, গেঙখুলি- চাকমা লোকগীতি গায়ক, চিঙা- লম্বা
বাঁশের দ্বারা তৈরি চাকমা জাতির এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ধুধুক-হেংগরঙ- চাকমাদের এক
একপ্রকার আদিম বাদ্য যন্ত্র,পিনোন-খাদি- চাকমা নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক ।

পাহাড়ের অমিত সৌন্দর্য

একদিন এই পাহাড়ে পাহাড়ে
ভদ্র-আখিনের জুমের সোনালি ধানক্ষেত
আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা
যে জুমপাহাড় হাতছানি দিয়েছিল,
বলেছিল এসো আরও কাছে এসো
আমাকে তোমরা আলিঙ্গন করো
অবগাহন করো আমার উন্মুক্ত বক্ষে ।
সেই পাহাড় তার উর্বরতা হারিয়েছে
তার বক্ষ এখন শূণ্য, বৃক্ষহীন, শোভাহীন সে
চেয়ে চেয়ে বিলাপ করে, যেন বিধবা নারী
উর্বরতান্তর শুন্য দশমিকে
রূপ-লাবণ্যে শ্রীহীন জুমপাহাড়
অন্তরে সম্মানহারা আর্তনাদ
কে ধামাবে এই আর্তনাদ? বৃক্ষশূন্য পাহাড়ের
এই মরুময় জড়সড় অবস্থা
এখন আর কাকে কাছে টানবে;
এসো শুন্য পান করো
এখন আমি ন্যাড়া পাহাড়ে পাহাড়ে
নার্সারির বৃক্ষচারা হাতে নিয়ে ঘুরি
মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে বৃক্ষমেলার কথা বলি
বৃক্ষের জয়গান করে একদল বর্ণচোরা মানুষ
তারা নাকি ফিরিয়ে দিতে চায় ন্যাড়া পাহাড়ের অমিত সৌন্দর্য।

কে তুমি?

(কিলিগিগিনিদের উদ্দেশ্যে)

চিৎকার করো না! কে তুমি?
হকারী স্বর ধামাও
নামাও হাতের বন্দুক
নরাধম তুমি তো জান না
তোমাদের চিৎকারে
আমরাও গর্জে উঠি
প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে
আমাদের মায়ের গর্ভ হতে
ভূমিষ্ঠ হয় হাজারো শিশু
তারা বেড়ে ওঠে যুদ্ধের ময়দানে
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, আত্মরক্ষা তাদের ধ্যান-জ্ঞান
তাই বিদ্রোহের তালিকায়
লিখে রাখে নাম
রক্তে রক্তে কিনে নেবে ধাম।
এই শিশুরা হবে অনন্য বীর-যোদ্ধা
সে দিন কোথায় পালাবে নরাধম?
কাকে চিৎকার করে বলবে
হ্যান্ডস আপ,
কাউকে
এখনও সময় আছে
যদি বাঁচতে চাও
এখনই পালাও হে নরাধম।

যদি কখনো ফিরে আসে

চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী এ দু'জাতি সন্তাকে
অনেক না বলা কথা বলে গেছে শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
ভাদ্রের চাঁদনি রাতে প্রিয় জ্বুমে'র গল্প শুনিয়েছে
কবি সুহৃদ, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র , অরুণ রায় ,
সলিল রায়, লালন আরো অনেকে
আমরা কখনো শুনি নি তাদের কথা,
করি নি তাদের আপন
এমন কি দেখি নি তাদের অবাক করা হৃদয়-
তারা চলে গেছে ,
কত অভিমানে, নিঃশব্দে
শুধু চুপি চুপি বলে গেছেন
জ্বালাতে এসেছি আলো
তাই জ্বালিয়ে গেলাম
যাবার সময়ে তোমাদের
ডাক দিয়ে গেলাম ।
কখনো যদি আবার ফিরে আসি মোরা
এই কাচালং, চেঙি, মেয়নী, রেংখ্যং নদীর তীরে
আবার দেখাবো সেই পথ;
যে পথে রনুখাঁ, এম, এন লারমা, বি, কে রোওয়াঙ্গা

জ্বালিয়ে গেছেন আলোর মহামিছিল ।
যদি কখনো ফিরে আসেন তাঁরা
দেখবে নিঃশব্দে পড়ে আছে
তাদের পাণ্ডুলিপি, প্রিয় স্বদেশ
এদিক সেদিক তাকাবে
দেখবে শুধু গোমড়া মুখগুলো
তবুও যদি ফিরে আসে
অতীত ভুবন থেকে
আবার বেদনাভরা মনে
নিঃশব্দে চলে যাবে
শুধু চুপিচুপি বলে যাবে
প্রেম দিতে এসেছি
তাই প্রেমই দিয়ে গেলাম
শান্ত হোক অতীত ভুবন
মুক্ত হোক প্রিয় আদিবাসী বর্গমালা ।

মুনীর চৌধুরী, জাকারিয়া, সুহদ চাকমা,
সেলিম আল দীনের নাট্য সংলাপগুলো
যারা একদিন থিয়েটার মঞ্চ থেকে
জাগিয়ে ছিল এ বাঙলার ঘুমন্ত মানুষকে
আজ তাঁরা কোথায় ? এর জবাব জানা নেই,
কারণ তাঁদের শক্তির স্রোতধারা হৃদয়ে ধারণ করিনি আমরা
অথচ তাঁরা আজ বেঁচে থাকলে
ছুটে যেতো বাঙলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
অনুপ্রাণিত করতো দেশের মানুষকে বিকেলের বিষণ্ণ ছায়ায়
আর তখনই খুঁজে পেতাম আমাদের সেই-
হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বের ঠিকানার মনোভূমি ।

কাঁদছো কেন মা?

কাঁদছো কেন মা?

ঐ তো রক্তে ভেজা

বিজয়ের দিন

১৬ ডিসেম্বর আসছে

বিজয়ের পুষ্পমালা হাতে

সারি সারি মানুষের দল

তারা যাবে শহীদ মিনারে ।

শহীদী আত্মাগুলো

প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে আবার

শহীদ হয়ে কি-

আমরা অন্যায় করেছিলাম?

আমরা সমস্বরে বলে উঠবো না না না,

ঐ যে দেখো আমরা

রাজাকারের আশ্ফালন

স্তম্ভ করে দিয়েছি

তোমাদের রক্তে অর্জিত

প্রিয় লাল সবুজের পতাকা

রাজাকারের গাড়িতে আর

পত পত করে উড়বে না

রাজাকারের হুকুমুস্ত

প্রিয় বাঙলা গড়তেই

গড়েছি শাহবাগ মঞ্চ

মঞ্চের জনসমুদ্রে

পদ্মা, মেঘনা, করতোয়া

ধলেশ্বরী, মাথাভাঙ্গা
 শীতলক্ষা, সোমেশ্বরী
 চেঙী, মেয়নি, কর্ণফুলি
 রেঙখ্যাং, শজ্ঞ, মাতামুহুরী
 হালদা, সর্তা, ধুরুঙ, আত্রাই
 আড়িয়ালখাঁ, ব্রহ্মপুত্র, চারিখ্যাং,
 তিতাস নদীর বীর ছাত্র-যুবরাই
 এক হয়ে শ্লোগান ধরেছে
 রাজাকার নিপাত যাক
 শহীদের আত্মা মুক্তি পাক ।
 কাঁদছো কেন মা?
 তোমার অশ্রু মুছে দিতে
 বাঙলার সূর্য সন্ধানেরা
 আবার জেগে উঠেছে
 বাঙলার শহর বন্দরে
 গ্রাম হতে গ্রামান্তরে
 কোদাল, কান্তে, লাঙল জোয়ালা
 বৈঠা হাতে কারখানা ছেড়ে তারা এসেছে
 জনতার মহামিছিলে ।
 প্রিয় শহীদ মিনার
 ফুলে ফুলে ভরে উঠবে আজ
 রাজাকারদের কবরে
 ধু-ধু দিয়ে আবার
 নেচে গেয়ে উঠবে
 আমার সোনার বাংলা
 আমি তোমায় ভালবাসি ।

একুশের প্রথম প্রহরে (কবি অঞ্জলি রাণী দেবীকে)

সকাল সাঝে প্রতি মুহূর্তে
প্রতিধ্বনি শুনি,
শুনি বিজয়ের জয়গান
মেঘ, পাহাড়, বিশাল আকাশের
ছায়া পথে হেঁটে যায়
আমার কবিতার প্রেমিক,
মনের আয়নায় ভেসে উঠে
কবিতা প্রেমিকের মুখোচ্ছবি
জোছনার আলোয়-
অবাক করা দৃ'টোখে
সেই কি এখনো
আমার কবিতা পড়ে?
প্রতিদিন ভাবতে ইচ্ছে করে
এই বিশাল পৃথিবীতে
আর কতদিন
কবিতার ছন্দমালা আঁকবে কবি?
বর্ণমালার মিছিলে তৈয়ার হবে
শব্দ, আর শব্দের মাঝে
একাকার হয়ে বেরিয়ে আসবে
কবিতার পঙ্কতিমালা
সেই কবিতাও কি?
একুশের প্রথম প্রহরে
পাঠ করে শোনাবে
সেই কবিতার প্রেমিক কবি।

২০১৫ সালের একুশে

প্রতিদিন খবর আসে
জীবন্ত দন্ধ হয় ষোড়শী মাইশা
শিশু সুজন মিয়া, সোনাভানু
দাউ দাউ আগুন জ্বলে চলন্ত বাসে
মুহুর্তে সৃষ্টি হয় মানব কয়লা
মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে আসে
শোকাক্ত মানুষের করুণ আর্তনাদ
দন্ধ গায়ে বাঁচার আকুতি
এ কোন দেশে বাস করছি আমরা?
প্রতিদিন প্রতিশোধ নিতে
শান্তিপ্ৰিয় মানুষের ওপর
পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে
একান্তরের পরাজিত নরঘাতকের দল
টিভির পর্দায় শান্তির ললিত বাণী
অস্তরে রাজাকার, আলশামসের প্রেতাত্মা
কী আজব এদেশ?
তাদের গাড়িতে শোভা পায়
লাল সবুজের বিজয় পতাকা
অস্তরে প্রতিহিংসার দাউ দাউ কুণ্ডলী
হাতে পেট্রোল বোমা, ককটেল
মুখে গণতন্ত্রের বুলি
২০১৫ সালের একুশকে
করেছে লাশের মিছিল
দেশজুড়ে দন্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ।

মুছে যাক দুঃখেরী আঁধার (ভদ্র নন্দপাল মহাশ্বির এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি)

যড়াবিজ্ঞা অরহৎ করুণার সাগর
মুক্তির কাভারী তুমি নন্দপাল
তব মহিমায় ঘুচে যায়
সকলি জীবের দুঃখেরী আঁধার ।
তুমি সত্য, তুমি মহাপ্রেম
তুমি যে সত্যের দিশা
জগতের সকলি জীবের
তুমি যে মুক্তি দাতা ।
জগতের যতসব পাপীতাপী
হোক মুক্তি তোমারই শরণে
তোমার চরণ ধুলির মহিমায়
শান্ত হোক বসুন্ধরা
মুছে যাক সকল জীবের ।
সব দুঃখেরী আঁধার

আমার প্রিয় রাঙামাটি

ঘনঘোর পাহাড় পাদদেশের বক্ষে
লুকানো আমার প্রিয় রাঙামাটি,
কালো রাজপথের ফাঁকে ফাঁকে
কৃষ্ণচূড়া আলিঙ্গন করে অসংখ্য পথিক
আমিও উদাসী পথিক হয়ে হাঁটি
প্রিয় রাঙামাটির পথে পথে
মন ভোমরা ফুলের রেণুতে
ছুটোছুটি করে
পথের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে থাকা
কৃষ্ণচূড়ার পত্র-পল্লবে, ফুলে ফুলে ।
বারে বারে একটি প্রশ্নই
ডালপালা গজিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়
এ গ্রাহে না হয় কৃষ্ণচূড়ার মহামিছিল
ঐ গ্রাহে ও কি এমনভরভাবে
কৃষ্ণচূড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে?
আমি বার বার স্তম্ভিত হই, এবং
হাঁটতে হাঁটতে আমাকে ধামিয়ে দেয় রঙিন কৃষ্ণচূড়া
চৈত্র গেলো, এলো বৈশাখ
তবুও খসে পড়লো না লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল
প্রভু তুমি ধামাও ফুলগুলিকে, আর না ফুটুক

কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙে আর কতকাল
রঙিন হয়ে থাকবে এই ধরিত্রী?
কারণ বেথেয়ালি মানব-মানবী
এখন বড় স্বার্থপর; তারা পেতে চায়
কেবলি ফোটা কৃষ্ণচূড়ার ভালবাসা
অথচ! তারা আঘাত হানে বার বার
তোমার বক্ষে হে মা ধরিত্রী ।
নেই নেই নেই তোমার কোন ক্রন্দন
ঘুরে ফিরে বারে বারে আসে বসন্ত
ফোটাও লাল কৃষ্ণচূড়া রাস্তামাটির পথে পথে
এবং কি পৃথিবীর চারপাশ
শুধু বিলিয়ে দাও কৃষ্ণচূড়ার ভালবাসা
প্রিয় বসন্তের এমন অকৃতদার ভালবাসা
বহনের শক্তি দাও, হে প্রভু
ধরিত্রীর এই মানব-মানবীকে ।

বেদনার পদাবলি

তোমার সমস্ত যাতনা ঠেলে ফেলে
হঠাৎ নীলিমার নীল বুকে-
পূর্ব দিগন্তের শুকতারা হয়ে
অঙ্ককার স্ফুটিয়ে
পাহারা দিই এই বিশাল নীলাকাশ ।
কপোলের অশ্রু শুকিয়ে যায়
তেজোদীপ্ত দিবাকরের দর্শনে;
বেদনার মর্মরঞ্জনী বাজে
আড়াল হয়ে পড়ে হাসির উচ্ছ্বাস ।
দিন যায়, রাত আসে
বদলে যায় জীবন
মোহনীয় জীবন প্রণালী
শিল্পীর আঁকা নান্দনিক শৈলী নয়
জীবন মানে বিরহ, যজ্ঞগা,
যেন পাহাড়ের সেই
বেদনার পদাবলি ।

বন্দি কয়েদি

তুমি আমি মৃত্যুর কাছে
বন্দি কয়েদির মতো
বড় অসহায়! কখন হাজির হয় স্রষ্টার জন্মদ
দু'হাত তুলে প্রার্থনা করি
হে স্রষ্টা ফিরিয়ে নাও
তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা
এই তো দেখো-
আমার সামনে-পেছনে জড়ো হয়ে আছে
প্রিয়তমা, পুত্র-কন্যা, মাতা, পিতাসহ
অসংখ্য ইষ্টমিত্র স্বজন
পৃথিবীর সব মহামূল্যবান
হীরক রত্নের বিনিময়েও
তারা মৃত্যুর পরোয়ানার প্রতিকার চাই।
আমরা দিনের পর দিন
হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে
মুখোমুখি মৃত্যুর গ্রাসে
আর তখন দেখলাম,
স্বয়ং স্রষ্টা অতি সযতনে
পাঠিয়েছেন সাদা কফিন, ফুলের মালা
অনিভ্য গাধার করুণ সুরক্ষা
সাড়ে তিন হাত মাটির ওপর
মহাব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ডলী
যেখানে রচিত হবে
তোমার আমার পুনর্জন্ম
কিংবা পুনঃ পুনঃ জন্মদুঃখ
টির নিবৃত্তির শেষ পথ।

কবি ও কবিতার রাজত্ব

(কবি হাফিজ রশিদ খান শ্রদ্ধাবরেণু)

তোমার কবিতায় আমি পৃথিবীর সব মোহের
সকল বাঁধন ছিন্ন করে-
কালবৈশাখীর ঝড় জঞ্জাল উপেক্ষা করে
কতবার কত অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে
তোমার কাবগ্রাহ শব্দা সঙ্গী করে
আমার শরীরের সমস্ত মানবীয় সুখ
মমতাময় ভালবাসা সবটুকু
উজাড় করে সঁপে দিয়েছি ।
সেই তোমার কালজয়ী কাবগ্রাহ
রোদের পোস্টার
তোমার স্বাপ্নিক কাব্যমালার
সঁড়ি বেয়ে এই আমিও
কবিতার পঙ্ক্তিমাল্য বুনছি
একের পর এক কবিতাসৃজনে
নেমে গেছি সাহিত্যের সাগরের অতল গহবরে ।
আজ আমিও কবিতার বুনন শিল্পী
সুহৃদ, শ্যামল, মুক্তিকা, শিশির, বীর'র প্রদর্শিত পথে
হাঁটতে হাঁটতে হয়তোবা
কোন একদিন পৌঁছে যাবো
কবি ও কবিতার কাঙ্ক্ষিত রাজত্বে ।

পাহাড়ি মানুষের জীবন

এই বিশাল আকাশ
চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্র
বন, ঝিরি-ঝরনা
পাহাড়ের উঁচু থেকে
নেমে আসা জলপ্রপাত
এটাই তো আদিবাসী মানুষের
চিরচেনা পৃথিবী।
হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে তারা
এই পৃথিবীর বিশালত্বকে
বনের পশু পাখি কীট পতঙ্গকে
দৈনন্দিন জীবনের সাথী করে
জীবনের সমস্ত অচলায়তন
দুঃখ, যন্ত্রণা মুছে ফেলে
তারা অনাবিল আনন্দে
মেতে ওঠে পাখির কলরবে।
এই পৃথিবীর বিশাল আকাশ
চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্রের আলো
প্রজন্মান্তরে তাদের বলেই
চিনে আসছে তারা
পৃথিবীর সীমারেখা
সমুদ্র, চাঁদ, গ্রহ নক্ষত্রের আলো

কারোর হুকুম দখলে বন্দি হোক
এটা তারা মানে না, মানতে চায় না
এই পৃথিবীর বিশালত্ব
চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের আলো
উন্মুক্ত থাকুক, ভাগীদার না হোক কেউ
এই বিশাল আকাশের
উধাও হোক দাবিদার সকল
এই গ্রহ থেকে অনগ্রাহে
মেঘে-মেঘে ভেসে যাক
সকল অন্যায়্য দাবি
মেঘমালার অন্য দিগন্তে ।

বিখাতার জয়গান

বসন্তের ভোরের পাখির
ঘুম ভাঙানিয়া গানে গানে
মেঘ পাহাড়ের আলিঙ্গন
যে পাহাড় প্রিয় সহচরী জুম্মবীর ।
পাহাড়, বন, অরণ্য
ফুলে ফুলে ভরে বসন্তের প্রাণের টানে
দখিনার হিমশীতল বায়ু
ভরে তুলে জুম্মবীর আশা জাগানিয়া গান
প্রকৃতির সৌন্দর্যের ঢেউয়ের কলতান
সে যে বিখাতারই দান
তাই তো জুম্মবীর কণ্ঠে
হেংগরঙের সুরে সুরে বেজে ওঠে
বিখাতারই জয় গান ।

টীকাঃ জুম্মবী- পাহাড়ি আদিবাসী নারী

হেংগরং- পাহাড়ি আদিবাসী নারীর সাঙ্গীতিক যন্ত্রবিশেষ

প্রহরী ও মারগাজ্জ

উপদ্রুত বিদ্রোহী এলাকায়
মারগাজ্জ বন্দুক কাঁধে করে,
নির্ধুম রাত কাটায় প্রহরী
একটি অশরীরী ছায়া
ঘুরে বেড়ায় প্রহরীর পিছু পিছু
ভয়াৰ্ত মনে কেটে যায় ত্রিপ্রহর
মারগাজ্জ বন্দুক হয়ে ওঠে তখন-
তোমার জীবনসঙ্গী ।
তুমি মারগাজ্জ নিয়ে ঘুরঘুর করো
সেই মারগাজ্জের নল দিয়ে
বেরিয়ে আসতে চায়-
বজ্রাঘাতের লেলিহান আগুন
যে আগুনে পুড়ে মানবতা
ঝরে যায় অসংখ্য প্রাণ
তবুও মারগাজ্জের ভালবাসা
কমেনি একটুও
যদিও বিশ্বজুড়ে উঠেছে স্লোগান
মারগাজ্জ নিরোধ চাই-
কিন্তু এ শুধু কথার কথা যেন
সেই পুরোনো দিনের অচল স্লোগান
বন্দুকের নল থেকে
রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে
অথচ তারা জানে না, আজ
এসব সম্ভা বুলির
আর কোন মূল্য নেই
অস্তিত্ব শান্তিবাদী মানুষের কাছে ।

প্রশ্ন ডানা বাঁধে মনে

কোন কোন প্রশ্ন ডানা বাঁধে মনে
যার উত্তর খুঁজে ফিরি, পৃথিবীর চারদিক
কোন উত্তর মিলে না এসব প্রশ্নের
তাহলে এমন প্রশ্ন ডানা বাঁধে কেন বার বার?
চাকমা কিংবদন্তী সাধক শিবচরণ
গোয়েন লামা রেখে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে কী ঠিক করেছিলেন?
শ্রাবক বুদ্ধ বনভাস্ত্রে অসময়ে নিরুপাধিশেষ
নির্বাণ উপভোগ করলেন কেন?
মহাত্মা গান্ধী, কেনেডি, বঙ্গবন্ধু, বেনজীর, এম.এন.লারমা'রা
কেন হত্যার শিকার হন নাথুরাম গডসের মতো উগ্রদের হাতে?
মোদিজি-সোনিয়া ভোটের যুদ্ধে ধরাশায়ী হন কেজরিয়ালের হাতে
অথবা নিরীহ মানুষদের অপহরণ করে কী লাভ বোকো হারামের?
এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরে
পৃথিবীর একদল শান্তিকামী মানুষ,
এসব প্রশ্নের জন্ম দেয় বার বার সেই কাপুরুষের দল
কবরের মুখেও ক্ষমা নেই যাদের
শান্তিকামীরা ধাওয়া করবেই এসব কাপুরুষদের।

ভাদ্রের মাসের চাঁদ

আমার পায়ে পায়ে আজ ভাদ্রের মাসের চাঁদ হাঁটছে
প্রমত্ত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে জুমের পাকা ধানের ওপর
ঝিকিঝিকি রূপালী চাঁদের আলোয়-
নিশাচর পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক-ঐদিক
আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে জুম, অরণ্য
জুমিয়া ফুলের মৌ মৌ গন্ধে উথাল
খেয়াং, মার্মা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখো, য়ো, খুমী, বোম
চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, সাঁওতাল, অহমিয়া জুমপরিদের প্রাণ ।
বুনো পাহাড়ের সর্পিলা ছন্দের পথে পথে-
দিনমান সন্ধ্যা অবধি হেঁটে যায় অসংখ্য পখিক
যেভাবে নীরবে চলে যায় ছায়া ও মানুষ
সেভাবে নিঃশব্দে চাঁদের আলোও হাঁটছে
আমার পায়ে পায়ে একান্ত আপনার মতো ।
মৃত কেশকুমারী ডানার অপরূপ সৌন্দর্য
বিবর্ণ হয়নি এখনও,
লুটিয়ে পড়েনি ছদরক ফুলের পরাগ ডানা
অথচ আমার সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটছে
ভাদ্র মাসের রূপালী চাঁদের আলো
জুম, ছদরক ফুল, চাঁদের আলো
আমার বুকের ভেতর জমাট বাঁধা ভালোবাসা
যেন ধীরাজের জন্য মাথিনের রাতের আত্মাহুতি ।

টীকা : কেশকুমারী - পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রকার সৌন্দর্যময়, জনপ্রিয় পোকা বিশেষ ।
ছদরক - গাঁদাফুল ।

কতদিন তোমাকে দেখি না গ্রামজননী?

কতদিন তোমাকে দেখি না গ্রামজননী,
দেখি না সেই প্রিয় মাচ্ছাপাড়া (চারিখাং) হাইস্কুল
হে আমার স্কুল সাথী বন্ধুরা, তোমরা আজ কোথায়?
যতীন্দ্র, সুবিভা, রঞ্জনা, পুষ্প, উদয়ন, আনন্দ, নিহার, সুবল,
সুসময়, নরেন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অমূল্য, বিলেশ্বর, রোহিনী, টিটন,
টিটব, রূপায়ন, টনক, বোধি, মিনা, রাজকুমার বিক্রম, রিনি'রা কোথায়?
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে, লুরীছড়া, বাগছড়ি,
ঢেবাছড়া, সাহসবান্দা, কুরামারা, চারিখাং,
প্রিয় রাঙামাটি ছেড়ে ওই সব স্কুল সাথীরা কোথায় চলে গেলো আজ?
আজ কোথায় হারিয়ে গেলো সেই প্রিয় শিক্ষক-মংউসাং,
লভিন্দ্র, সুনীতি, শ্যামল, রামচন্দ্র, দীপঙ্কর, তরনী সেন,
সন্তোষ, যুবনাথ, উপেন্দ্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, কালিপদ, অরুণ,
ইসহাক, এন, এস ফারুকী' তপন, জয়ন্ত, শান্তি,
বাদল, বিজয় দত্ত, বিমলেন্দু, বৃষকেতু'রা
হে গ্রাম জননী তুমি আজি সন্তানহীন,
শ্রীহীন তোমার অঙ্গ সৌষ্ঠব, তোমার জন্য
কাঁদে প্রাণ, কাঁদে মন, হে আমার ফেলে আসা গ্রাম জননী,
ওধু তোমারই জন্যে নীরবে অশ্রু ঝরে বার বার ।

তবে কী কখনো ফাঁসি হবে না ?

একটি লাশের গোর তৈরী হবার অনেক আগে
নব্য রাজাকারদের পেট্রোল বোমায় পুনর্বীর লাশ পড়ে
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত এদেশের মাটিতে-
এখানে গাঁয়ের ধানক্ষেত, উদ্দীচীর অনুষ্ঠানে
মৃত মানুষের বিভৎস লাশ পড়ে চোখের সামনে
রিকশা, সিএনজি, বাস, ট্রাক সবখানে তাদের নিশানা
শকুন-শকুনিদের দৃষ্টি এসব যানবাহনে
শিশু, কিশোর-কিশোরী যুব বৃদ্ধের লাশ
ঝরে পড়ে সারাদিন, সারা রাত ।
কেবলি রক্ত ঝরে, নিরীহ মানুষের লাশ পড়ে
কেবলি রক্তাক্ত হয় রাজপথ, শ্যামল মাঠঘাট
খালি হয় মাবাবার বুক
বিধবা হয় শত মা, বোন
অনাথ হয় প্রিয় সন্তান-সন্ততি
তবে কী কখনো ফাঁসি হবে না
এসব রাজাকার বোমাবাজ শকুন-শকুনিদের?

মুক্তিকামী বীরজনতা ।

শৃঙ্খলমুক্ত জীবন চাই-
চাই উন্মুক্ত বিশাল আকাশ
সেই নীল আকাশের নিচে
মাটির ওপর দাঁড়িয়ে বলতে চাই-
এই আকাশ, এই মাটি, এই অরণ্য আমাদের;
আমাদেরই থাকুক অনন্তকাল ।
এই মাটিতে দাদু পিতামাতার শ্মশান ছিল
এখানেই আদিপুরুষের বসতভূমি
হিংস্র দৈত্য-দানবের সাথে যুদ্ধ করে
ঘন অরণ্য বন বাদাড় আবাদ করে
তারা এই মাটি রেখে গিয়েছিল
অনাগত প্রজন্মের জন্য ।
সব অন্ধকার ভেদ করে
ভোরের প্রথম প্রহরে
মা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে
পৃথিবী জুড়ে আমরা ছড়িয়ে দেবো
শৃঙ্খলমুক্তির সোনালি সনেট
যে সনেটের উদ্ভাটন তরঙ্গে ভেসে যাবে
তোমাদের সকল শৃঙ্খলের আয়োজন
তখনই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে
জীবনের জয়গান গেয়ে উঠবে
শৃঙ্খল মুক্তিকামী বীর জনতা ।

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

(পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিবস)

প্রিয় জনতা, পাহাড় মায়ের অধিবাসী জনতা
কী তোমাদের মদমস্ততা?
এবার ২ ডিসেম্বরে কি হবে,
জয়োল্লাসের কলরবে কেউ কেউ
হাঁকডাক ছাড়বে চুক্তি করেছি আমরা
আমরা করবোই বাস্তবায়ন।
পাহাড়ি মানুষের ভোটের জন্য মস্তরব
ভোট দাও, ভোট দাও, ভোট ছাড়া
নয় চুক্তি বাস্তবায়ন
পাহাড় মায়ের প্রিয় জনতা
না না না আর নয় ইতস্ততা
ভাঙো মৌনতা
সংগ্রাম তব অনিবার্য
জয় তোমাদের সুনিশ্চিত
সেই ১৯৯৭ এর ২ ডিসেম্বরের মত।

২ ডিসেম্বর ২০১৪

ফিরে আয় রাধামন

কবিতার পঙক্তিমালা উঁকি মারে
হৃদয়ের মণিকোঠার বাঁকে
স্মৃতির মিনারে
ফুল ফোঁটায় জুম্ম গাভুরী
এবং প্রহর শুনে
রাধামন কখন আসবে ফিরে ?
কত বসন্তের রজনী পেরিয়ে
জুম্ম গাভুরী খুঁজে ফিরে রাধামন তোমায়
লোগাঙ, মনুগাঙ, নানসাই, কমলানগর
তৈনগাঙ, ফারুয়া, ইজমপুদির কূলে ।
অমিতা, পূর্ণা, হ্যাপি, মনবি ভুলেনি তোমায় রাধামন
আজও তোমারি প্রতীক্ষায় খিলা-নাথেং খেলা খেলে
তৈজং, ধুপশীল, রস্যাবিলা, করঙাডুলি, শংখনদীর পাড়ে ।
ভুলেনি, ভুলবে না রাধামন তোমায় কখনো
বীরত্ব পৌরষিত রত্ন অবয়বে এগিয়ে গিয়ে
জয়মাল্য পরেছিলে সমরাজ্যে, প্রেমের ভুবনে
রূপে টলমলে শুণে গুণাশ্রিতা ধনপুদির
ফিরে আয় রাধামন-ধনপুদি বারে বারে
এই চাদিগাঙ, দেড়গাঙ, ইরাবতীর পাড়ে ।

টীকা : জুম্ম গাভুরী- পাহাড়ি আদিবাসী যুবতী ।

রাধামন- চাকমা রাজা বিজয়গিরির সেনাপতি ।

ধনপুদি- রাধামন এর প্রেমিকা ও পরে স্ত্রী ।

চাদিগাঙ- চাকমারা চাইগ্রামকে চাদিগাঙ বলে ।

দেড়গাঙ- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি নদের নাম ।

ইরাবতী- মিয়ানমারে চাকমা অধ্যুষিত একটি নদীর নাম ।

খিলা- নাথেং- চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা ।

পাহাড় আর পাহাড় নেই

ভাদ্র আশ্বিন পেরিয়ে গেলো
কার্তিক এলো চুপিচুপি,
হিমশীতল ফাগুনে আগমনী হাওয়ায়
জুমপাহাড় জুড়ে দুলছে শুভ্র কার্পাস
জুম্বীর মায়ারী দু'চোখে
দোলা দেয় এক ঝাঁক উড়ন্ত বার্গী ।
এই জুমপাহাড়ে-
একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বার্গী ছিল
ছিল রংঢাং, ধনেশ পাখি
বলগা হরিণ, বুনো মোষ, শবরের লুকোচুরিতে
আনন্দের জোয়ার ভেসে যেতো
এই পাহাড় থেকে ঐ পাহাড়ে ।
এই পাহাড় আর সেই জুমপাহাড় নয়
এ পাহাড়ে আর ফোটেনা শুভ্র কার্পাস
আকাশে ডানা মেলে উড়ে না বার্গী পাখির পাল
বলগা হরিণ, শবর, বাঘিনী মাছ, অজগর
আর কোথাও নেই
এই প্রজন্মের মানুষের কাছে
তাই তো ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিকের কোন আবেদন নেই

পাহাড় যে আর পাহাড় নেই
নেই পাহাড়ের বন, অরণ্য কিংবা দুরন্ত ঝরনা
জোছনা রাতের আলোতে উড়ে না জোনাকিরা
গেঙখুলিদের বেহালার সুরের রেশে
প্রেমের ঢেউ খেলে না জুম্ম যুবতীর বুকে
তাই আবেদন নেই ভদ্র-আশ্বিন কিংবা
কার্তিকের প্রাণ জুড়ানো হিম শীতল বাতাসের।

টীকা : রংঢাং- চাকমাদের রূপকথার পাখি।
বার্গী- পার্বত্য চট্টগ্রামে বিলুপ্ত প্রজাতির পাখি।
বাঘিনী মাছ- পার্বত্য চট্টগ্রামে বিলুপ্ত প্রজাতির এক জাতীয় মাছ।
গেঙখুলি- চাকমা জাতির লোকগীতি গায়ক।
জুম্ম- পাহাড়ি যে বা যিনি জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

একান্তরের মতো আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ

(টাঙ্গাইলের কবি আব্দুল লতিফকে)

হে কবি মহত্তম!

তুমি কি সেই আগের মতো

এখনও কবিতার খাতা নিয়ে

বসে থাকো খোলা জানালায়?

মিরপুরের ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার

দক্ষিণমুখী বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে

এখনও কি থাকো

পাহাড়ের এই ক্ষুদে কবির প্রতীক্ষায়?

তুমি আগের মতো

টগর,বেলি,শিউলি,হাসনাহেনার সুগন্ধে

জীবন সায়াহ্নের প্রহরেও

এখনও মনের মাধুরি মিশিয়ে গেয়ে ওঠো গান?

তুমি আগের মতো সোহাগ প্রাণে

জাতীয় গ্রন্থাগারের মিলনায়তনে, টিএসসি,

শহীদ মিনার.বিউটি বোর্ডিং, টাঙ্গাইলের মধুপুরে

এখনও কবিতা পাঠ করো

একান্ত আপন নিরালায়?

তুমি কি আগের মতো কবিতা,গল্প,গদ্য,পদ্য

অনর্গল লিখো এখনও?

কিংবা পেট্রোল বোমায় ষোড়শী মাইসা,

সোনাতানুর অকাল প্রয়াণে

প্রিয় মাড়ভূমির নিঃশব্দ ক্রন্দনে

একান্তরের মতো আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ

অনুভব করো দেশপ্রেমের ইশারায়?

১৭.০২.২০১৫

আগমনী

অনাবিল দখিনা হাওয়ায়
কোকিলের কুহু কুহু রবে
ভাতজোড়া ফুলের রক্তিম পাপড়ি দোলে
দিকে দিকে নাচে কৃষ্ণচূড়া
ভূপুঞ্জো ফুলের মৌ মৌ সুবাস
দিয়ে গেলো সুসমাচার-
এই যে ? বিঝু তো আসছে ।
এতোদিন নীরবে শুনেছি
তোমার আগমনী পদধ্বনি
গাছের পুরনো পাতা ঝরে গেলো
পল্লবিত হলো শ্যামল বনবীথি
অগ্নির গুঞ্জে মূখরিত বনতল
বিঝু যে আবার ফিরে আসছে ।
মনের হরষে নাচে শিশু-কিশোর
যুবক-যুবতীর দল
বায়ান্ন সঙাহের অবসানে
আবার ফিরে আসছে বিঝু
পার্বত্য জনপদে পদে
আনন্দ হিল্লোলে নব জয়গানে ।

১৭. ০২. ২০১৫

ইচ্ছে

আকাশের মেঘগুলো জমাট বেঁধেছে
দখিনের কোনে ঘনঘটা,
মেঘে মেঘে আলিঙ্গনের শিহরণ
পাখিগুলো আজ কোথায় হারিয়ে গেলো?
নীল মেঘগুলো নেমে আসতে চাইছে
সকলো মাটির আবদারগুলো শুনে
মাটির উষ্ণতা নিভিয়ে দেবে মেঘ বৃষ্টি
ইচ্ছে জাগে জমাট বাঁধা মেঘগুলো
মুঠো করে ছিটিয়ে দিই-
এই পৃথিবীর উষ্ণ মাটির বুকে ।

১৯.০২.২০১৫

তবুও এসেছে বসন্ত

ফুল ফোটেনি কোথাও
তবুও এসেছে বসন্ত
চারদিকে কোকিলের ডাক
কি যে আনন্দের শিহরণ ।
ফুলে ফুলে বনবীধি
উঠেনি এখনও জেগে
তবুও বসন্তের উৎসবে
পাহাড়-সমতলের সকল
কিশোর-কিশোরী দল
উঠেছে উৎসবে মেতে ।

অভিবাদন

কোন শক্তি তোমাকে পরাস্ত করতে পারেনি
না বাঁশির সুর, না গোঙখুলি গান, না কারো রক্তচক্ষু
তোমার প্রতিটি পথে পথে বিছানো হয়েছে বিষ কাঁটার বিছানা
দেয়া হয়েছে কাঁটা শিকলের অনেক উঁচু প্রাচীর
তুমি সে সব কিছু পরাস্ত করেছো বীরবিক্রম
ডিঙিয়ে গিয়েছো সমস্ত বাধার প্রাচীর।
কোন কাপুরুষিত শক্তিতে ভীতু নও তুমি
তুমি দুর্বীর, দুর্মর দীপ্ত তেজস্বী।
তুমি জ্বালাময়ী উদাস্ত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলে-
গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হবে
আমাদের এই মাভূমি বাংলাদেশে
আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে
দেশে অভাব থাকবে না
মানুষ মানুষে ভেদাভেদ থাকবেনা
হিংসা, বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না।
শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি
মায়া, মমতা এবং তার স্বারা
এক নুতন সমাজ গড়ে উঠবে।
মানবতার ইতিহাস থাকবে
এবং তাতে লেখা থাকবে

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই-
আমি আজ কামনা করি, তাই হোক ।
তোমার ওই উদাস্ত আহ্বান
তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছেনি সেদিন
উপেক্ষিত হয়েছে তোমার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
জাতীয়তাবাদী আবেগ রাশিতে ।
অতঃপর তুমি হয়ে গেছো অধিকারকামী মানুষের মুক্তির কাফেলা
কোন বাধা, কোন হুকুম-নিষেধ, কঠোরতা, কারো রক্তচক্ষু
তুমি মানোনি, আটকাতেও পারেনি কোন শক্তি
হে মহান মানবতাবাদী নেতা
তোমাকে সংগ্রামী অভিবাদন ।

টীকা : ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে মহান জাতীয় সংসদে এম.এন.লারমার
প্রদত্ত ভাষণের ওপর ভিত্তি করে কবিতাটি লেখা হয়েছে ।

রাজনন্দিনী

তোমারি ভাবনা কেন
ওহে রাজনন্দিনী
এ অনিত্য সংসারে
দুঃদিনের তরে ভালবাসা
ছিন্ন হবে মেলামেশা ।
রূপ-যৌবন থাকবে না
ধন, সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র
সঙ্গে কেউ যাবে না ।
মিছে মায়া এ সংসারে
এতো মায়া কেন
ওহে রাজনন্দিনী ।
যাবে উড়ে সব আশা
মৃত্যু নিশা অন্ধকারে
শোন শোন রাজনন্দিনী
নহে কেউ মরণ সঙ্গিনী
দুদিন পরে যাবে ডুবে
পাপপুণ্য সাথে নিয়ে
ত্যাগ করো মোহমায়া
সবিতো অনিত্য যৌবনবালা
এইতো স্বভাব জীবের খেলা
মিছে মায়ায় হৃদয় জ্বালা ।

মানব প্রেম

শুনি কার বাণী
করে কানাকানি
নবীন প্রভাতে শিহরণ
উঠিলো বেজে
মানবতার মহাশক্তি মহাপ্রেমের সুর
সকল জীবের লাগি
সাম্য মৈত্রী করুণার জাগরণ ।
মানবপ্রেম, শক্তির বাণী
বহিছে দিকে দিকে বিশ্বব্যাপীয়া
প্রেমের মহামন্ত্রে
আজি উঠেছে বিশ্ব কাঁপিয়া ।
মানবের প্রতি হও দয়াবান
অহিংসার গীতি গাহিয়া ।
এসো তরুণ অরুণ আলোতে
পরম ছন্দে নাচিয়া
গাও অযুত কণ্ঠে
মানব প্রেমের জয়গান
মৈত্রী করুণার উদয় হোক
মানব প্রেমে উঠুক ভরে
মানব জাতির প্রাণ ।

২৩.০২.২০১৫

কবি পরিচিতি

ঝিরি-ঝরনা,পাহাড়,নিসর্গ, অরণ্য ও প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা কবি প্রগতি বীসার জন্ম ১৯৭৪ সালে ৫ মার্চ, বন্দুকভাঙ্গা মৌজার চারিখাং হ্রোতখিনীর তীরবর্তী দুরখেয়া গ্রামে।

পিতা : কংশসুর বীসা,

মাতা : তনুপতি বীসা ওয়াহাজা।

শিক্ষা : ২য় শ্রেণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর পাশি ভাষা ও সাহিত্যে সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম বিশারদ উপাধি লাভ।

সহধর্মিণী : বনিতা বীসা, পিতা স্বর্গীয় কিনাচান চাকমা, মাতা সুরভবালা চাকমা, দাতকুপ্যা, মাছছড়ি, খাগড়াছড়ি।

পেশা : দৈনিক রাভামাটি পত্রিকার স্টাফ সংবাদদাতা হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও পরে খাগড়াছড়ি সদরের সি,বি,এম আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। শ্রম ও মেধায় উক্ত বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পর খেচ্ছায় চাকরি হতে ইন্তফা দিয়ে সপরিবারে নিজ গ্রামের বাড়িতে এসে কৃষিকর্মে মনোনিবেশ। বর্তমানে প্রমী নিলয়, বাড়ি নম্বর আরপি-২২৮২/২, রাজবীপ, রাভামাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সন্তান : প্রমী বীসা, অতীন্দ্রিয় বীসা কৌশিক, জ্যোতিরিন্দ্রিয় বীরোত্তম বীসা।

প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ : চিদমন আহতী যায়, জুম পাহাড়ের সংলাপ এবং পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগ ও বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১২০ ওপর (২০১৪ সাল পর্যন্ত)।

অর্জন :

০১. কবি সংসদ-বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১২

০২. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, সম্মাননা-২০১২

০৩. হেডম্যান কল্যাণ সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিধা সনদ-২০১২

০৪. এশিয়া এডিটরস কাউন্সিল- এশিয়ান শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ডস-২০১৩

০৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্রীজ্ঞান সম্মাননা-২০১৩

০৬. সাউথ এশিয়ান লিটারেচার এন্ড কালচারাল ফোরাম সম্মাননা-২০১৩

০৭. পাণ্ডুলিপি পদক, ঢাকা-২০১৪

০৮. গান্ধি জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ-রাজশাহী কর্তৃক কবি আব্দুস সাত্তার মন্ডল স্মৃতি পুরস্কার



কবি পরিচিতি

ঝারি-ঝরনা, পাহাড়, নিসর্গ, অরণ্য ও প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা কবি প্রগতি খীসা'র জন্ম ১৯৭৪ সালে ৫ মার্চ, বন্দুকভাঙ্গা মৌজার চারিখ্যং শ্রোতস্বিনীর তীরবর্তী দুরখেয়া গ্রামে।

পিতা : কংশসুর খীসা,

মাতা : তনুপতি খীসা ওয়াংজা।


শিক্ষা : ২য় শ্রেণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর পালি ভাষা ও সাহিত্যে সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম বিশারদ উপাধি লাভ।

সহধর্মিণী : বনিতা খীসা, পিতা স্বর্গীয় কিনাচান চাকমা, মাতা সুরতবালা চাকমা, দাতকুপ্যা, মাছছড়ি, খাগড়াছড়ি।

পেশা : দৈনিক রাঙামাটি পত্রিকার স্টাফ সংবাদদাতা হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও পরে খাগড়াছড়ি সদরের পি.বি.এম আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। শ্রম ও মেধায় উক্ত বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পর স্বেচ্ছায় চাকরি হতে ইন্তুফা দিয়ে সপরিবারে নিজ গ্রামের বাড়িতে এসে কৃষিকর্মে মনোনিবেশ। বর্তমানে প্রমী নিলয়, বাড়ি নম্বর আরপি-২২৮২/২, রাজদ্বীপ, রাঙামাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সন্তান : প্রমী খীসা, অতীন্দ্রিয় খীসা কৌশিক, জ্যোতিরিন্দ্রিয় বীরোত্তম খীসা।

প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ : চিদমন আহঙী যায়, জুম পাহাড়ের সংলাপ এবং পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগ ও বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১২০ ওপর (২০১৪ সাল পর্যন্ত)।



বেদনার পদাবলি

প্রগতি খীসা